ডঃ হুমায়ুন আজাদ – আমরা তোমার পাশেই আছি

মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে যখন 'যুক্তিবাদী দিবস' পালনের সমস্ত আয়োজন প্রায় সমাপ্তির পথে, ঠিক তখনই মুক্ত-মনার সম্মানিত সদস্য, বাংলাদেশের প্রথিতযশাঃ প্রথাবিরোধী, বহুমাত্রিক লেখক এবং জাতির নির্ভীক কন্ঠস্বর ডঃ হুমায়ুন আজাদের ওপর কাপুরষোচিত হামলার দুঃখজনক সংবাদ আমাদের একেবারে স্তম্ভিত ও ম্রীয়মাণ করে দিয়েছে। আমরা মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই।

আমদের লেখকেরা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ জোরেসোরেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থান নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। একাত্তরে জনযুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক বাঙালী জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তার মূলধারা থেকে ধীরে ধীরে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রয়াস সাম্প্রতিক সময়ে বেশ প্রবলভাবেই লক্ষ্যনীয়। ভাবতে অবাক লাগে সারা পৃথিবী জুড়ে মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ আর মুক্তবুদ্ধির দ্রুত প্রসার ঘটছে, তখন আমাদের সমাজে মুক্ত-বুদ্ধির চর্চা পদে পদে বিঘ্নিত। যে সমাজ তসলিমা নাসরিনের মতো সাধারণ অথচ সাহসী রমণীর বক্তব্যে ভীত, তাঁর বিচার চায়, দেশ থেকে নির্বাসিত করে, বিচার চায় মানবতাবাদী কবীর চৌধুরীর, হামলা করে আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের ওপর, কারাগারে নির্যাতন করে প্রখ্যাত সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে, নিগৃহীত করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেনকে, সে সমাজ যে ধীরে ধীরে কূপমন্ডুকতার দিকেই চলছে তা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না। যে মুহূর্তে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোতে আর মানবতার পথে আনার জন্য আমাদের সমাজে স্পষ্টবাদী, প্রদীপ্ত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদীদের প্রয়োজন সবচাইতে বেশী, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রগতির চাকাকে উলটো দিকে ঘোরাতে কিছু কুচক্রী মহল বদ্ধ পরিকর। আমরা সেই মুখচেনা সাম্প্রদায়িক মহলের আগ্রাসী তৎপরতায় এবং আগাছার মত তাদের দ্রুত বিস্তারে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, লজ্জিত এবং উদ্বিগ্ন।

২০০১ সালের ২৬শে মে তারিখে 'মুক্ত-মনা' প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আজ সাম্প্রদায়িক অপশক্তির আগ্রাসনে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সেই দিনের সিদ্ধান্ত কত সঠিক ছিল। আজ দেশে সত্যিকার

অর্থে 'মাইনরিটি' হলেন মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী ইহজাগতিক মানবতাবাদী মানুষেরা। তাদের পাশে এসে দাড়ানোর মত সাহসী সংগঠনের অভাব রয়েছে। 'মুক্ত-মনা' বিশ্বের সমস্ত মানবতাবাদী প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী সংগঠন গুলোর সাথে মিলে হুমায়ুন আজাদের পাশে এই মুহূর্তে দাড়াতে বদ্ধপরিকর। বলা বাহুল্য, হুমায়ুন আজাদ তার সর্বশেষ উপন্যাস '*পাক সার জমিন শাদ বাদ*' এ বাংলাদেশী মৌলবাদী বলে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলের এক আদি অকৃত্রিম মুখোশ খুলে দেওয়ার পর থেকেই জীবন সঙ্কার মধ্যে ছিলেন। মুক্তমনাতেও চিঠি লিখে তিনি তার জীবনহানির আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। আমারাও আমাদের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম, প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দেশের সার্বিক আইন শৃংখলা রক্ষা সহ জনগনের জীবন রক্ষর মূল দায়িত্ব সরকারের। সময় সময় সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গেছে' ভাব দেখানোসুলভ বাল্যখিল্য দায়িত্ববোধে আমরা শুধু শঙ্কিত নই, বিস্মিত। স্মর্তব্য যে, কামাল হোসেনের উপরে আগ্রাসী তৎপরতার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই বেমালুম উদাসীনতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'attacker was none but Dr. Kamal Hussain himself' সরকারের এ ধরনের উক্তি মৌলবাদী শক্তির হাতই শক্ত করবে প্রকারান্তরে, আরো নুজ করে দেবে দেশের নাজুক পরিস্থিতির।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত আমাদের পাঠকেরা প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের ক্ষোভ এবং ঘৃনা ব্যক্ত করে আজস্র চিঠি পাঠাচ্ছেন। তাদের লেখাগুলো আমরা আমাদের ওয়েব-পেইজে রেখে দিয়েছি। হুমায়ুন আজাদের এবং তাঁর পরিবারের এই দুঃসময়ে মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পাশে দাড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বর হামলা আমাদের সাম্প্রদায়িকতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে পিছিয়ে দেবে না, বরং নতুন করে আমাদের শপথ যোগাবে আরো প্রদীপ্ত হতে। আমরা ১ লা মার্চের যুক্তিবাদী দিবসে হুমায়ুন আজাদকে স্মরণ করব আরো বেশী করে। পুরো দিনটিই আমরা তাঁর জন্য উৎসর্গ করব। তাঁর আশু সুস্থতা কামনা করি।

অভিজিৎ রায় ও জাহেদ আহমেদ
মুক্ত-মনার পক্ষ থেকে

http://www.mukto-mona.com

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪